দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ১-৩ ...

চট্টগ্রামে সরকারি হাই স্কুলে শিক্ষার দুর্দশা

■ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস

ছয় বছরেও নিরসন হলো না চট্টগ্রামের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট। নিয়োগ বিধিমালা অনেক আগেই সংশোধন করা হয়েছে। শিক্ষকের পদও সৃজন হয়েছে। তারপরও দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কতিপয় কর্মকর্তাকে দায়ী করেছেন শিক্ষকরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। সরকারি এসব স্কুলে ইংরেজি, গণিত, বাংলা, জীববিজ্ঞান ও ভৌত বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে শিক্ষক নেই। শিক্ষার্থীরা ছুটছে কোচিং সেন্টার ও শিক্ষকদের বাসায়।

শিক্ষক সংকট, অনেক স্কুলেই ইংরেজি গণিতের শিক্ষক নেই। '১০ সাল থেকে ডাবল শিফট, শিক্ষার্থী দ্বিগুণ; কিন্তু নতুন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না

চট্টগ্রাম মহানগরীতে ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষার্থীদের চাপ সামাল দিতে গত ২০১০ সাল থেকে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। কিন্তু পদ সৃজন হলেও কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। জানা যায়, নগরীর ৯টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সিটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট হয়েছে। গণিত, ইংরেজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৯টি পদই শূন্য। এদের মধ্যে ইংরেজিতে ৫টি, গণিতে ২টি ও বাংলায় ২টি শিক্ষকদের সৃষ্ট পদই শূন্য। স্কুলটি ডাবল শিফট চালু রয়েছে। চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪টি পদই শূন্য। জীববিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, হিন্দু ধর্ম ও বাংলা বিষয়ে শিক্ষকদের পদ শূন্য রয়েছে। চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় 'এ' ক্যাটাগরির স্কুল। এই স্কুলে শিক্ষকদের ১২টি পদ শূন্য। এর মধ্যে বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলামিয়াত ও ভৌত বিজ্ঞানে শিক্ষক শূন্য রয়েছে। পটিয়ার আবদুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে গণিত, ইংরেজি, ভৌত বিজ্ঞানসহ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চট্টগ্রামে সরকারি

২০ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদের ৫টি পদ শূন্য। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর চট্টগ্রাম জোনের ৫২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪৩৯টি পদের মধ্যে ৪৬৭টি পদই শূন্য।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট, নিয়মিত পাঠ কার্যক্রম না হওয়া নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের কাছে অভিভাবক মহল অভিযোগ করেও কোনো সুফল মিলছে না। প্রয়োজনের তুলনায় চট্টগ্রামে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় একেবারে অপ্রতুল। গত ৬ বছর যাবৎ স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। এই সময়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আবার এর মধ্যে অনেক শিক্ষক অবসরে চলে গেছেন। মূলত ৫ শ্রেণিতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে থাকে। তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে এসব স্কুলে ভর্তি হয়। ভর্তির পরই হতাশ হয়ে পড়েন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম হয় না। শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কক্ষে বসে অলস সময় কাটান। অনেক শিক্ষার্থী দিনের পর দিন বিরক্ত হয়ে স্কুলে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আবার অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের শ্রেণি কার্যক্রমের মাঝপথে বাসায় চলে যায়। এত প্রতিযোগিতার মধ্যে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টার ও গৃহশিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে।